মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী

www.rajshahieducationboard.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি

নম্বর-৭৩/সংস্থাপন তারিখ-২৯/১১/১৮

বিষয় : একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ ভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কে সহযোগিতা প্রদান সংক্রান্ত ।

সুত্র : স্মারক নম্বর : ৩৭.০০.০০০০.০৬৫.৩৪.০২৮.১৮.৪৮৫, তারিখ-২৫ নভেম্বর ২০১৮
স্মারক নম্বর : ৩৭.০০.০০০০.০৬৫.১৬.১২০.১৮.৪৮৬, তারিখ-২৫ নভেম্বর ২০১৮

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী'র সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী **আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ** অনুষ্ঠিতব্য একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উল্লিখিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে অর্পিত দায়িত্ব আইন ও বিধি মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে পালনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন কে সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদানের জন্য অত্র বোর্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কে নির্দেশনা প্রদান করা হলো এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪ ই অনুসারে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ১৫ (পনের) দিন সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কোন প্রকার ছুটি প্রদান করা যাবেনা। এ আদেশ মেনে চলার জন্য সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে অনুরোধ জানানো হলো।

চেয়ারম্যানের আদেশক্রমে
২৮/১১/১৮
প্রফেসর তরুণ কুমার সরকার
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী

স্মারক নম্বর-১৮৩১৫(২২)/মা-১৫৪/সংস্থা তারিখ-২৯/১১/১৮

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে

১. সচিব, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড
২. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড
৩-৪. কলেজ পরিদর্শক/বিদ্যালয় পরিদর্শক, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড
৫. রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান প্রধান (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন)
৬-১৭. উপ-সচিব (প্রশাসন/ভান্ডার)/উপ-কলেজ পরিদর্শক/উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শক/উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (জে.এস.সি/এস.এস.সি/এইচ.এস.সি/সনদ ও রেকর্ডস/স্ক্রীপ্ট)/হিসাব রক্ষণ অফিসার/অডিট অফিসার/ক্রীড়া অফিসার, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড
১৮. চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড
১৯. সকল শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড
২০. নোটিশ জারী
২১. নোটিশ বোর্ড
২২. অফিস নথি

২৮/১১/১৮
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
রাজশাহী

E:\Establishment\Notice_73

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

নির্বাচন অগ্রাধিকার

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৬৫.১৬.১২০.১৮.৪৮৬

তারিখ: ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫
২৫ নভেম্বর ২০১৮

বিষয়: **একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান সংক্রান্ত।**

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৫১৩.৫৩.১১০(২).২০১৮.৬৮৮, তারিখ: ১৫ নভেম্বর, ২০১৮।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী **আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ** অনুষ্ঠেয় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে অর্পিত দায়িত্ব পালন সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য। উল্লিখিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নির্বাচন কমিশনের অনুরোধক্রমে সরকারের পক্ষ হতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

২.০ সূত্রোক্ত পত্রে জানা যায় যে, নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সরকারি/আধা-সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি এবং সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ নির্বাচনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার স্থাপনা/অঙ্গন ভোটগ্রহণের কাজে ভোটকেন্দ্র হিসেবে এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র নির্বাচনে ব্যবহৃত হবে।

৩.০ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্বশাসিত/বেসরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অতীতের মতো এই নির্বাচনেও নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন বলে সরকার আশা করে। নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের বিধান সংবলিত নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩ নম্বর আইন)-এর ২ এর (ঘ) এবং ৪ এর (৩)(৪)(৫) ধারা অনুসারে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী উক্তরূপে নিয়োগের তারিখ হতে নির্বাচনি দায়িত্ব হতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর নিজ চাকুরির অতিরিক্ত হিসাবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকুরিরত বলে গণ্য হবেন। প্রেষণে চাকুরিরত অবস্থায় তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে নির্বাচন কমিশন এবং ক্ষেত্রমতে রিটানিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন এবং তাঁদের যাবতীয় আইনানুগ আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবেন। প্রেষণে থাকাকালে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব অগ্রাধিকার পাবে।

৪.০ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৫ অনুসারে সরকারের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য।

৫.০ এমতাবস্থায়,

(ক) উল্লিখিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে অর্পিত দায়িত্ব আইন ও বিধি মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে পালনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের অধীন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

(খ) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রতিও অনুরূপ নির্দেশনা জারি করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

(গ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪ই অনুসারে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ১৫ (পনের) দিন সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলি করা যাবে না। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহকে নির্বাচনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ছুটি প্রদান এবং অন্যত্র বদলি করা হতে বিরত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৬.০ বর্ণিতাবস্থায়, উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশনা জারিসহ সূত্রোক্ত পত্রের মর্মার্থ অনুযায়ি আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

২৫-১১-২০১৮
মোঃ সারওয়ার হোসেন
উপ-সচিব
ফোন: ৯৫৭৭০৯৭
ইমেইল: sas_s4@moedu.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন,আগারগাঁও, ঢাকা।
২) অতিরিক্ত সচিব , প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৩) অতিরিক্ত সচিব , উন্নয়ন অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৪) অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক-২ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৫) অতিরিক্ত সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৬) অতিরিক্ত সচিব, কলেজ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৭) অতিরিক্ত সচিব, নিরীক্ষা ও আইন অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৮) অতিরিক্ত সচিব , মাধ্যমিক-১ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৯) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মাধ্যমিক ও

উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
১০) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
১১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)
১২) চেয়ারম্যান, এন.টি.আর.সি.এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-৪ ও ৫), ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
১৩) ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এর দপ্তর, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন
১৪) যুগ্মপ্রধান, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
১৫) মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
১৬) মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী
১৭) চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
১৮) চেয়ারম্যান , মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা ও সভাপতি, আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি (সকল শিক্ষা বোর্ডকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)
১৯) প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
২০) পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর
২১) সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট
২২) সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৬৫.১৬.১২০.১৮.৪৮৬/১(৩)

তারিখ: ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫
২৫ নভেম্বর ২০১৮

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) মন্ত্রীর একান্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মন্ত্রীর দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
২) উপসচিব, মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩) সচিব এর একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

২৫-১১-২০১৮
মোঃ সারওয়ার হোসেন
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

নির্বাচন অগ্রাধিকার

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৬৫.৩৪.০২৮.১৮.৪৮৫

তারিখ: ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫
২৫ নভেম্বর ২০১৮

বিষয়: **একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ।**

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৫১৩.৫৩.১১০(২).২০১৮.৬৮৭, তারিখ: ১৫ নভেম্বর, ২০১৮।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রাপ্ত সূত্রোক্ত পত্রের ছায়ালিপি এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। প্রেরিত পত্রে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী **আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ** অনুষ্ঠেয় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যাতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন এবং কর্তব্য সম্পাদনে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন, সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

২.০ এ প্রসংগে নির্বাচন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জারিকৃত নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধানাবলির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের অনুরোধ করা হয়েছে। উক্ত আইনের ৪ ধারায় নির্বাচন কর্মকর্তার চাকুরি ও নিয়ন্ত্রণ এবং ৫ ও ৬ ধারায় যথাক্রমে শৃঙ্খলামূলক ও দন্ডের বিধানাবলি সন্নিবেশিত রয়েছে।

৩.০ উল্লেখ্য যে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব অর্পিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী/ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর ২(ঘ) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'নির্বাচন কর্মকর্তা' হিসাবে বিবেচিত হবেন এবং উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি নির্বাচন কমিশনের নিকট দায়ী থাকবেন। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যে নিযুক্তির জন্য নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে তার কোনো আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র নাও থাকতে পারে। নির্বাচন কমিশন কোনো সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর/প্রতিষ্ঠান এমনকি বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কাছে লিখিতভাবে কোনো তথ্য সরবরাহ, কর্মসম্পাদন ইত্যাদির জন্য যে কোনো নির্দেশ প্রদান করলেই সেই দপ্তর/প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী (যারা সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ও কর্মসম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত) নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন। সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের যে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচনি দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। ভোট গ্রহণের জন্য সাময়িকভাবে নিযুক্ত বিভিন্ন স্তরের সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর/প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী/ব্যক্তি সকলেই নির্বাচন কর্মকর্তা। সুতরাং নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব পালনে অনীহা, অসহযোগিতা, শৈথিল্য, ভুল তথ্য প্রদান ইত্যাদির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে মর্মে পত্রে উল্লেখ রয়েছে।

বর্ণিতাবস্থায়, এ বিভাগের আওতাধীন সকল অনুবিভাগ প্রধান, অধিদপ্তর-দপ্তর-সংস্থা এবং তাদের আওতাধীন সকল

প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/শিক্ষক/কর্মচারীকে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সম্পর্কে সচেতন থেকে নির্বাচনি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

২৫-১১-২০১৮
মোঃ সারওয়ার হোসেন
উপ-সচিব
ফোন: ৯৫৭৭০৯৭
ইমেইল: sas_s4@moedu.gov.bd

বিতরণ জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
২) অতিরিক্ত সচিব , প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৩) অতিরিক্ত সচিব , উন্নয়ন অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৪) অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক-২ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৫) অতিরিক্ত সচিব, কলেজ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৬) অতিরিক্ত সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৭) অতিরিক্ত সচিব , মাধ্যমিক-১ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৮) অতিরিক্ত সচিব, নিরীক্ষা ও আইন অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৯) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
১০) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)
১১) চেয়ারম্যান, এন.টি.আর.সি.এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-৪ ও ৫), ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
১২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
১৩) ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এর দপ্তর, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন
১৪) যুগ্মপ্রধান, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
১৫) মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
১৬) মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ঢাকা।

১৭) চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
১৮) চেয়ারম্যান , চেয়ারম্যানের দপ্তর, মাধ্যমিক ও
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা ও সভাপতি,
আন্ত:শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব কমিটি।
১৯) প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
২০) পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর
২১) সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক
ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড
২২) সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক
কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৬৫.৩৪.০২৮.১৮.৪৮৫/১(৪)

তারিখ: ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫
২৫ নভেম্বর ২০১৮

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) মন্ত্রীর একান্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মন্ত্রীর দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৩) সচিব এর একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৪) উপসচিব, মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২৫-১১-২০১৮
মোঃ সারওয়ার হোসেন
উপ-সচিব

১২। প্রচারণার সময়।—কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

১৩। মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।—কোন নিবন্ধিত রাজনৈতি দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনী এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকা হইতে রাত ৮ (রাত) ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন।

[১][১৪। সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের নির্বাচনী প্রচারণা।—(১) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার সরকারি কর্মসূচির সঙ্গে নির্বাচনী কর্মসূচি বা কর্মকাণ্ড যোগ করিতে পারিবেন না।

(২) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার নিজের বা অন্যের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারি যানবাহন, সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার বা অন্যবিধ সরকারি সুবিধাভোগ করিতে পারিবেন না এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনী এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না কিংবা এতদ্‌সংক্রান্ত সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে বা তদ্‌কর্তৃক কোন মনোনয়ন প্রদত্ত হইয়া থাকিলে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তিনি বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে জড়িত হইবেন না।

[১]এস আর ও নং ৩৫৯-আইন/২০১৩, তারিখ : ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সংযোজিত।

(৫) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নিজে প্রার্থী কিংবা বা অন্য কোন প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট না হইলে ভোটদান ব্যতিরেকে নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রের প্রবেশ কিংবা ভোট গণনার সময় গণনা কক্ষে প্রবেশ বা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

(৬) জাতীয় সংসদের কোন শূন্য আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে কোন সফর বা নির্বাচনী প্রচারণায় যাইতে পারিবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নির্বাচনী এলাকায় ভোটার হইলে তিনি কেবল ভোট প্রদানের জন্য উক্ত এলাকায় যাইতে পারিবেন।]

১৫। নির্বাচনী ব্যয়সীমা সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনী ব্যয়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

১৬। ভোটকেন্দ্রের প্রবেশাধিকার।—(১) ভোটকেন্দ্রের নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(২) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।

(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭। নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম।— (১) এই বিধিমালার যে কোন বিধানের লঙ্ঘন "নির্বাচন পূর্ব অনিয়ম" হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল প্রতিকার চাহিয়া নির্বাচনী তদন্ত কমিটি বা কমিশন বরাবরে দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হইলে কমিশন উহা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে কোন নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) কোন তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোন ভাবে কমিশনের নিকট কোন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন—

(ক) উহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোন নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে ; অথবা

(খ) তাৎক্ষণিকভাবে রিটানিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (১) বা (২) বা (৩) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে নির্বাচনী তদন্ত কমিটি Representation of the People Order, 1972 (P. O. No. 155 of 1972) এর Article 91A এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কমিশনের বরাবরে সুপারিশ প্রদান করিবে।